

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক দূষণ প্রতিকার



সমস্যা

- তৈল ও বর্জ্য পদার্থের দূষণ ও বিভিন্ন কীটনাশকের বিষক্রিয়া
- মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য সম্পদ আহরণ
- অপরিষ্কৃতভাবে উপকূলীয় এলাকায় ভিত্তি স্থাপন
- ম্যানগ্রভ বা প্যারাবন নিধন
- শিল্প ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং কৃষিজাত বর্জ্য পদার্থ নির্গমন।

চতুর্থমাসে উপকূলীয় জলজ পরিবেশে ভারী ধাতুর মাত্রা

ভারীধাতু	গড় মাত্রা ($\mu\text{g}/1$)		আদর্শ মাত্রা ($\mu\text{g}/1$)
	বর্ষাকাল	শুষ্ককাল	
আর্সেনিক (As)	৩.৭৪৬	৩.৯৮১	২.৬০
কোবাল্ট (Co)	৮.৯৮৯	১১.৯৩৭	০.৫০
ক্রোমিয়াম (Cr)	২৩.৩৪৬	২৫.০৮৫	৫০.০
তামা (Cu)	৫৭.৪২৩	৬২.৩৩৬	৮.০
লৌহা (Fe)	৫৩৬.৩৭১	৫৮৩.০৪২	৩০০.০
ম্যাঙ্গানীজ (Mn)	২০.৩৪৯	২৩.১০৪	১০০.০
নিকেল (Ni)	৭.৮৪৪	১২.১০৬	১.০
দস্তা (Pb)	২৩.৭৭৮	২৪.০১৫	৮.৫০

সূত্র: Tamanna. H and M.M.M.Hossain 2010 Temporal and spatial variation of some heavy metals at selected sites of marine water in Chittagong M.Sc Thesis. Chittagong Univesity.

প্রতিকার

- কি কি কারণে দূষণ সংঘটিত হচ্ছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা
- সমুদ্রের পানির প্রাকৃতিক মান বজায় রাখা
- বর্জ্য পদার্থ যথাসম্ভব প্রক্রিয়াজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের এলাকা নির্বাচন করা
- পরিবেশ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা



সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গল
লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম (BOBLME) প্রকল্প
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট